PAVE Newsletter

Peace Ambassadors' Response to COVID-19 Outbreak

'আমরা সাদামনের মানুষ' নামক সামাজিক সংগঠনের আস্থা অর্জনের মাধ্যমে প্রথম বারের মত ভিন্নতা পেল এসপিএলের সুনামগঞ্জের পিএফজিগুলো। - হাফিজুর রহমান নোমান, সুনামগঞ্জ।

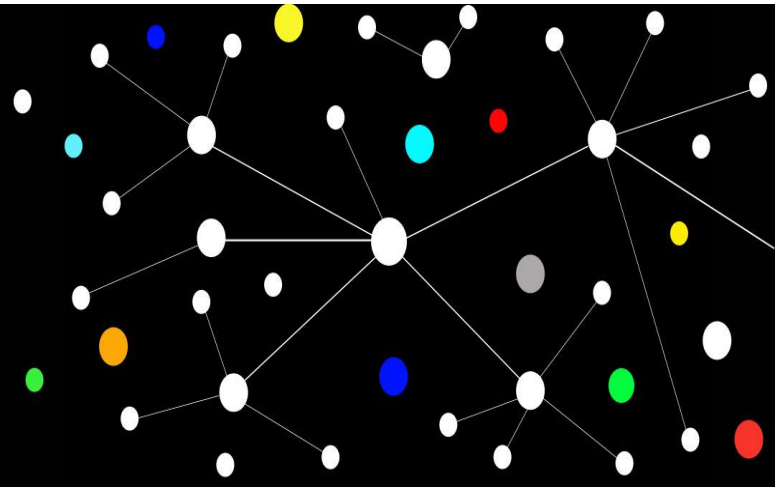

আমরা সাদা মনের মানুষ হল বাংলাদেশের একদল শিক্ষিত যুবক ও চাকুরিজীবিদের দল, যারা একটি সামাজিক সংগঠন গঠন করার জন্যে দীর্ঘ দিন ধরে কাজ করে যাচ্ছে, যার মাধ্যমে তারা সমাজের সবচেয়ে অসহায়দের সাহায্য সহযোগিতা করতে পারবেন বলে মনে করেন। তাদের মূল পরিকল্পনা হলো কোন রকম সাহায্য সহযোগিতা পৌছায় না এমন অসহায়দের জন্য কাজ করা এবং তাদের মূল চালিকা শক্তি হলো সদস্যদের মাসিক চাঁদা (অর্থনৈতিক সহযোগীতা)। এছাড়াও বিভিন্ন সময়ে তাদের সামনে আসা কেইসগুলোর কেইস স্টাডি করে তারা প্রয়োজন মতো অর্থ সংগ্রহ করে সেই কেইসগুলোকে সহযোগিতা করে থাকেন। কেইসগুলো নিয়ে তারা যখন কাজ করেন তখন সদস্য ছাড়াও অন্য মাধ্যম থেকে যেভাবে তারা অর্থ যোগাড়ের চেষ্ঠা করেন, ঠিক একইভাবে সদস্য না হয়েও অনেকেই কেইস বা প্রয়োজনটা জেনে তাদের সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়ে থাকেন সাদা মনের মানুষদেরকে। যে সমস্ত প্রয়োজনে তারা মানুষকে সহযোগিতা করে থাকেন তার মধ্যে চিকিৎসা সবচেয়ে বেশি অগ্রাধিকার পায় অর্থাৎ কেইস অনুযায়ী তারা অসহায়দের চিকিৎসা এবং মেডিসিন

সরবরাহের ব্যবস্থা করে থাকেন। এই সকল বিষয়ে তারা যে ধরণের কেইসই পান না কেন, প্রথমে তা ভালো ভাবে এনালাইসিস করে নেন।সামাজিক দ্বায়বদ্ধতা থেকে তারা এই সকল কাজ করার জন্যে সংগঠনটি তৈরি করেছেন

THE HUNGER PROJECT

The Hunger Project
House: 2/2 (4th Floor), Block- A, Mirpur Road, Mohammadpur, Dhaka- 1207
Phone: +88 (02) 9130479, 9146271; Fax: +88 (02) 9146195; web: www.thpb.org; www.thpbd.org

এবং এমনও উদাহরন আছে তাদের অর্থে ওপেনহার্ট সার্জারির মতো ব্যয় বহুল কাজও তারা করিয়েছেন। তারা তাদের কাজের চাহিদা মতো বিভিন্ন দেশ থেকেও তাদের ঘনিষ্ট ও পরিচিতদের কাছ থেকে সাহায্য পেয়ে থাকেন এবং সবার সম্মতিতে এই অর্থ দিয়ে বড় বড় দূর্যোগগুলোতে দুস্থ মানুষদের সহায়তা করেন। যেহেতু সংগঠনটি পরিচালনাকারী বেশির ভাগ সদস্য ঢাকায় বসবাস করেন, তাই ঢাকা ও ঢাকার বাইরের সব ধরনের

সহযোগিতা তারা করতে চাইলেও বেশির ভাগ সময় তা হয়ে উঠে না যথাযথ/উপযুক্ত যোগাযোগ বা বিশ্বাস করার মতো মানুষটি (কেইস বা সাহায্য গ্রহনকারীর সাথে) না পাওয়ার কারনে অথবা সেই এলাকায় তাদের সদস্য না থাকার কারনে। যেহেতু তারা বেশির ভাগ কাজ নিজেদের সদস্যদের দিয়ে করিয়ে থাকেন তাই সারা দেশে তাদের অসংখ্য সদস্য রয়েছে এবং বেশির ভাগ সময় দেশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা এসকল সদস্যরাই বিভিন্ন অঞ্চলের অসহায় মানুষদের খবর দিয়ে থাকে বা যেকোন ভাবে অসহায়দের খবর পেলেও উনারা স্ব-শরীরে গিয়ে বিস্তারিত তথ্য নিয়ে আসে। অসহায়দের জন্য মূলত চিকিৎসা ও ওষুধ সরবরাহ করার কাজ দিয়ে তাদের যাত্রা শুরু। পাশাপাশি তারা সফল ভাবে এই কাজগুলো করার পর অসহায়দের জন্য খাবার, কাপড়চোপড়, শিক্ষার উপকরণ এবং বাড়ি তৈরি করে দেওয়ার মতো কাজ করবেন এমন পরিকল্পনা রয়েছে। বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, ভূমিকম্প বা যেকোনও প্রাকৃতিক দুর্যোগের মতো জরুরি পরিস্থিতিতে তাদের সরাসরি সহায়তা প্রদান করার কার্যক্রম রয়েছে। শীতকালে অসহায়দের মধ্যে শীতের পোশাক বিতরণ, বিভিন্ন ধর্মীয় উৎসবগুলিতে কিংবা পূজা বা বড়দিনের দিনগুলিতে বিশেষ খাবার এবং কাপড় সরবরাহ করার মতো কাজ আমরা সাদা মনের মানুষ করে যাচ্ছে নিয়মিত। করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাবের শুরুর দিকে, লক ডাউন শুর হবার পরপরই দি হাঙ্গার প্রজেক্ট এর সিলেট রিজিওনের রিজিওনাল কো-অর্ডিনেটর জনাব মো: হাফিজুর রহমান নোমান তাদের সাথে সরাসরি যোগাযোগ করেন (আমরা সাদা মনের মানুষের সদস্য), তিনি সুনামগঞ্জের হাওড় এলাকার অসহায়দের কথা তুলে ধরেন তাদের কাছে। অবশেষে তারা রাজি হয় সহযোগীতার হাত বাড়াতে এবং তারা কিভাবে কাদের জন্যে সহযোগিতা করবে তা যাচাই বাচাই করতেও শুরু করে। কিন্তু সমস্যা বাধে কে বা কারা এই টাকা বন্টন করবে, কিভাবে করবে বা আদো করবে কি না? চার দিকে যখন এতো লুট-পাট ও দুর্ণীতির কারণে ত্রানই সঠিকভাবে বন্টন হচ্ছেনা সেখানে টাকাগুলো কার হাতে দিবে বা কারা এই কাজ করে দিবে,

এইসব নানান দুঃশ্চিন্তার কারণে শত ইচ্ছা থাকা সত্যেও সামনের দিকে আগানো যাচ্ছিল না। ঠিক তখনই হাওড় বেষ্টিত সুনামগঞ্জ জেলার ৬ টি উপজেলায় দি হাঙ্গার প্রজেক্ট বাংলাদেশ এর এসপিএল প্রজেক্ট এর পিএফজি গুলোর কথা তুলে ধরেন মো: হাফিজুর রহমান এবং এই পিএফজি গুলো সর্ম্পকে বিস্তারিত শুনে রাজি হয়ে যায় আমরা সাদা মনের মানুষ। সংগঠনটি প্রথম অবস্থায় সুনামগঞ্জের তিনটি হাওড় বেষ্টিত উপজেলায় কিছু অর্থ বরাদ্দ প্রদান করে এবং

অর্থগুলো সঠিকভাবে বন্টনের দায়িত্ব দেয় এই তিনটি উপজেলার পিএফজি গুলোকে। ইতোমধ্যে ৩ টি উপজেলাই তাদের অর্থ বরাদ্দ পেয়েছে এবং অসহায়দের সহযোগিতা করেছে। সম্পূর্ন কাজটি পিএফজিগুলো তাদের নিজ পছন্দ মতো করেছে এবং তাদের এই ভূমিকায় আমরা সাদা মনের মানুষ অত্যন্ত খুশি ও স্বস্থি প্রকাশ করেছে। তারা অবাক হয়েছে যে বর্তমান সময়ে এইরকম সর্বদলীয় একটি প্লাটফর্ম বাংলাদেশে আছে এবং তারা এক সাথে মানুষের জন্যে কাজ করছে, তাও এতো অগ্রানাইজভাবে।

৩ টি উপজেলার অনুষ্ঠানগুলোর কথা বেশ কয়েকটি পত্রিকাতেও প্রকাশ পেয়েছে। বেশ সফল ও সুন্দরভাবে তিনটি উপজেলার পিএফজি সদস্যরা এই ইভেন্টগুলো সম্পন্ন করেছেন। ইতোমধ্যে তাহিরপুরে ১০টি পরিবার, জামালগঞ্জে ১৪ টি গাইন সম্প্রদায়ের পরিবার ও বিশ্বম্ভরপুরে ৫টি ইউনিয়ন থেকে ১০টি অতি দরিদ্র ও অসহায় পরিবারের মধ্যে নগদ অর্থ প্রদান করার কাজ এর মধ্যে সম্পন্ন হয়েছে। আমরা সাদা মনের মানুষ এর পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, সামনের সময় গুলোতেও অসহায় মানুষদের জন্য এধরণের সাহায্য সহযোগীতা অব্যাহত রাখতে তারা সর্ব্বোচ্চ চেষ্টা করবে।

রামুতে আওয়ামী লীগের পিএফজি সদস্যদের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হল মানবিক সহায়তা কমিটির করোনা পরিস্থিতি বিষয়ক সভা। - মুহাম্মদ আব্দুর রব খাঁন, কক্সবাজার।

সম্মানীত পিএফজি সদস্য, রামু উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ও উক্ত উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান জনাব সোহেল সরওয়ার কাজল এর নেতৃত্বে রামু উপজেলা পরিষদে মানবিক সহায়তা কমিটির আয়োজনে অনুষ্ঠিত হল করোনা পরিস্থিতি ও সঠিক উপকারভোগীর তালিকা তৈরি বিষয়ক জরুরী সভা। উক্ত সভায় রামুর সার্বিক করোনা পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করা হয় এবং এ সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

তাছাড়া সংকট কালীন সময়ে দলমত নির্বিশেষে সকল অসহায় মানুষ যাতে ত্রাণ সহায়তা পায় সে বিষয়ে বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। এসময় উপস্থিত ছিলেন সম্মানীত পিএফজি সদস্য, উক্ত উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান ও মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান জনাব সালাহ উদ্দিন ও আফসানা জেসমিন পপিসহ উপজেলা পরিষদের বিভিন্ন দপ্তরের সরকারী কর্মকর্তা ও কর্মচারী বৃন্দ।